৪/৫/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষা নকল প্রতিরোধে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প কেন্দ্র থাকছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ আগামী ১০ মে থেকে দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে শিক্ষা বোর্ডসমূহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি, উপজেলা সদরে একটির বেশী কেন্দ্র না রাখা, কোন পরীক্ষার্থীকে তার নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি না দেয়া, প্রত্যেক উপজেলায় একটির বেশী পরীক্ষা কেন্দ্র না রাখা ও বিকল্প কেন্দ্র রাখা এবং নকল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালানো।

আগামী ১০ মে থেকে অনুষ্ঠিতব এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গ এসএসসি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের অনুপাে প্রায় ১০০ পরীক্ষা কেন্দ্র বৃদ্ধি করা হয়েছে গত এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ ছিল ৮ লাখ ৮৪ হাজার। অপরদিকে এবা এইচএসসি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ হচ্ছে ৫ লাখ ৭১ হাজার। এসএস পরীক্ষার জন্য মোট কেন্দ্র সংখ্যা ছিল ৮শ ৫৩টি। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ এসএসসির তুলনায় ৩ লাখ কম হলে এইচএসসির পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র সংখ

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নকল প্রতিরোধে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে ৯শ' ৪২টি।

পরীক্ষা কেন্দ্রে বিডিআর নিয়োগ এবং বিকল্প পরীক্ষা কেন্দ্র রাখার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধিক নকলপ্রবণ উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব উপজেলা হচ্ছে ঢাকা বোর্ডের নরসিংদী জেলার মনোহরদী ও শিবপুর উপজেলা। জামালপুর জেলার ইসলামপুর, সরিষাবাড়ী ও বখশীগঞ্জ উপজেলা। শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলা। ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল ও কেন্দুয়া উপজেলা। কুমিল্লা বোর্ডের চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলা। যশোর বোর্ডের কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা। চট্টগ্রাম বোর্ডের রাউজান, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া ও মীরেরসরাই উপজেলা। বরিশাল বোর্ডের বানরীপাড়া, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ ও বরিশাল সদর উপজেলা। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা। রাজশাহী বোর্ডের পাবনা জেলার সুজানগর ও সাঁথিয়া উপজেলা। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর ও কামারখন্দ উপজেলা। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলা। ঠাকুরগাঁও জেলার বীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী ও রানীশংকৈল উপজেলা। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও নন্দীগ্রাম উপজেলা। জয়পুরহাট উপজেলার আক্কেলপুর উপজেলা এবং নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলা।

আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে বলা হয়, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ভিজিলেন্স টীমসমূহ যথাযথ কাজ না করার কারণে নকল প্রতিরোধে সফলতা কম হয়েছে। বৈঠকে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে ভিজিলেন্স টীম যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হয়।

বিকল্প কেন্দ্রের বিষয়ে বলা হয়েছে, অধিক নকলপ্রবণ উপজেলায় এক বা একাধিক নোটিশে বিকল্প কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ যায়।

আগামী ১০ মে থেকে অনুষ্ঠি এইচএসসি পরীক্ষায় ধানমন্ডি-মোহাম্ম এলাকাকে নকলমুক্ত রাখার ঘোষণা হয়েছে। গত বুধবার মোহাম্মদপুর বে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উল্লিখিত এল ২০টি কলেজের প্রিন্সিপালদের এক সভ ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলে প্রিন্সিপাল এম শরীফুল ইসল সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান ত ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ ম হোসেন।

সভায় এ লক্ষ্য অর্জনে এলাকার অভি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় রাখেন অধ্যক্ষ লতিফুর রহমান, মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার, অধ্যক্ষ শামসুল আলম, অধ্যক্ষ শাহিদুন অধ্যক্ষ দিলওয়ারা ইসলাম, অধ্যক্ষ সাত্তার, অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, অধ্যক্ষ মাহমুদুল হক, অধ্যক্ষ মুহিবুল্ল্যা ও মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়াও ঢাক কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ডঃ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আইডিয়াল মোহাম্মদপুর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মহিলা কলেজ, আলহেরা কলেজ ইম্পেরিয়াল কলেজ, জরিনা সিকদার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা বয়েজ পাইওনিয়ার কলেজ, ঢাকা স্টেট আলহাজ মকবুল হোসেন কলেজ, লাল হাউজিং সোসাইটি বয়েজ উচ্চ মা বিদ্যালয় ও কলেজ, কিশলয় বালিকা ও কলেজ এবং ঢাকা প্রেসিডেন্সি ক ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রতিনিধিগণ উপ উপস্থিত ছিলেন।